সরকার চুরি- দুর্নীতিকে জাতীয়করণ করেছে — বাবু খান

দামুড়হুদায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, চাল, ডাল, তেল আটা, সার, ডিজেলসহ কৃষি উপকরণের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ, বিএনপির নেত্রী বেগম খালেদাজিয়া ও নেতা কর্মীদের মুক্তিসহ ১০দফা দাবিতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাসিনা সুপার মার্কেটের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে উক্ত অবস্থান কর্মসূচি ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র আপনারা স্বচোখে দেখতে পাচ্ছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন দাম থাকার কারণে সাধারণ মানুষের নাভীস্বাস উঠেছে। সবকিছু এখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণ মানুষ এখন খুবই কষ্টে আছে। সরকার চুরি- দুর্নীতিকে জাতীয়করণ করেছে।মানুষ ভোটের সময় নিজের ভোট প্রয়োগ করতে পারছেনা। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এখন আমাদের একটাই দাবি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন হতে হবে। তা না হলে এই নির্বাচনে বিএনপি যাবে না।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ। এসময় তিনি বলেন, মিথ্যা হামলা মামলা দিয়ে বর্তমানে বিএনপির নেতা কর্মীদের দমিয়ে রাখতে পারবে না। মিথ্যা মামলা না দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেখুন, দেখবেন আপনাদের আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে, দেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে আপনাদের জবাব দিয়ে দিবে, জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারকে আর চায়না।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য আব্দুর জব্বার সোনা, দার্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল

হাসনাত, জীবন নগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান সফি, জেলা বিএনপির সদস্য সভানেত্রী রোউফুন নাহার রিনা, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোকাররম হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা বিএনপির সদস্য সালমা জাহান পারুল, জেলা যুব দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, জেলা ছাত্র দলের সভাপতি শাজাহান খান, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সুপার ফাইভ সিঃ সহসভাপতি আ: ওয়াহেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম। দামুড়হুদা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ইকরামুল হক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার।

দামুড়হুদা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, দামুড়হুদা থানা ছাত্র দলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহাম্মেদসহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

আলমডাঙ্গায় লুডুগেম জুয়া খেলার সময় ৪ যুবক আটক,টাকা ও মোবাইল

উদ্ধার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জুয়া বিরোধী অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোনে লুডু গেম জুয়া খেলার সময় নগদ টাকাসহ ৪ যুবককে আটক করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার থেকে তাদেরকে আটক হয়। এসময় নগদ টাকা ও লুডু গেম জুয়া খেলায় ব্যবহৃত মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার সাইফুল ইসলামের বাড়ির পিছনে ফাঁকা মাঠে কয়েকজন যুবক মোবাইল ফোনে টাকার বিনিময়ে লুডু গেম জুয়া খেলছিল। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আশিকুল হক, এসআই দেবাশিষ মহলদার ও এএসআই জালাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়।

পুলিশ মোবাইল ফোনে টাকা দিয়ে লুডু গেম জুয়া খেলা অবস্থায় গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার মৃত সাহাজ উদ্দীনের ছেলে শহিদুল ইসলাম(৩০), একই পাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২), সোহেল আলীর ছেলে রিংকু আলী(১৮) ও হেলাল উদ্দিনের ছেলে কিশোর মোহাম্মদ নাঈম(১৫) কে আটক করে।

আটকের পর তাদের নিকট থেকে নগদ ২ হাজার ৭শ’ ৫০ টাকা ও জুয়া খেলায় ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ১৮৮৬ সালের প্রকাশ্যে জুয়া আইনের ৩/৪” ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকালই তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের দ্বি বার্ষিক সাধারণ সভা সভাপতি জাহিদুল সেক্রেটারী যুদ্ধ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও

সেক্রেটারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল ও সেক্রেটারী আহসান হাবীব মামুন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধার পর দর্শনা প্রেসক্লাব ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে বিগত কমিটির আয় ও ব্যয় সহ প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী। এরপর সকলের মতামতের ভিত্তিতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। তারপর আহ্বায়ক কমিটি ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রেস ক্লাবের একটি পূর্নাঙ্গ কমিটি ও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক সমিতির পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি হয়েছেন, জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি চঞ্চল মেহমুদ, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান যুদ্ধ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক ওয়াসিম রয়েল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজিব মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ মাসুম বিল্লাহ। কার্যনির্বাহী সদস্য- হানিফ মন্ডল, মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, দপ্তর সম্পাদক সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাব্বির আলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক ওয়াসিম রয়েল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামান তারিক, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান। কার্যনির্বাহী সদস্য- ওসমান আলী, চঞ্চল মেহমুদ, ফরহাদ হোসেন।

দামুড়হুদায় জোর পূর্বক জমি দখলের চেষ্টা : হত্যার হুমকি

দামুড়হুদায় প্রতিপক্ষের লোকজন মহিউদ্দিন ছেলে ছানোয়ারুল নামের এক ব্যক্তির জমি জোর পূর্বক দখলের চেষ্টা চালিয়েছে বলে অভিযোগ

পাওয়া গেছে। দখলে বাঁধা দেওয়ায় প্রতিপক্ষের লোকজন হত্যার হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

জানাগেছে, গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ দিকে উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের বাগান মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জমির মালিক মহিউদ্দিনের ছেলে ছানোয়ারুল জানান, কুড়ুলগাছির ধান্যঘরার বাগান মাঠ এলাকায় ২ কাটা জমি বাপ দাদার জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগ দখল করে শান্তিপূর্নভাবে চাষবাদ করছি ।

কিন্ত একই মাঠের পাশের জমির মালিক গনি মিস্ত্রির ছেলে প্রভাবশালী আসাদুল মিস্ত্রি(৫৪),ও এবং মোশারফ মিস্ত্রির ছেলে কামাল মিস্ত্রি (৩৮) ও জাকির মিস্ত্রি (৩৫), সাত্তার মিস্ত্রির ছেলে সবেদারমিস্ত্রি(৪০) সহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন বেশকিছুদিন ধরে মহিউদ্দিনের ছেলে ছানোয়ারুল কাদির জমি জোর পূর্বক দখলের পায়তারা করে আসছিল। গত সোমবার সন্ধ্যার সময় ছানোয়ার তার জমি দেখে বাড়ি ফেরার সময় আসাদুল মিস্ত্রি গং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার জমি জোর পুর্বক দখল করার চেষ্টা করে ও জমির বেড়া তুলে ফেলে দেয় এসময় ছানোয়ারুল বাঁধা দিলে তাকে মারধর করে কাটতে যায় সে সময় কৌশলে পালিয়ে আসে ছানোয়ার।

তারাই জের ধরে শুক্রবার বেলা ১১ টার আবারো আসাদুল মিস্ত্রি রহমানসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার জমি পুনরায় জোর পূর্বক দখলের চেষ্টা চালায়। এসময় বাঁধা প্রদান করলে প্রতিক্ষের লোকজন ছানোয়ারকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ধাওয়া করে।

ছানুয়ারুলের -চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে প্রতিক্ষের লোকজন চলে যায়। পরে নিজে বাঁচার জন্য আসাদুল মিস্ত্রি নিজের জমির আলের ধারে থাকা ছোট ছোট মেহগনি চারা গাছ বহুলোকের সামনেই গাছগুলো কেটে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে চাচ্ছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার এএসআই তুহিন জানান, এজমি নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে কোর্টের রায় না হওয়া পর্যন্ত কেউ জমিতে যেতে পারবে না। এবং তদন্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা- কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় করেন চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হান্নান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান (মুকুল), ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি লুুুৎফর রহমান, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম মিন্টু, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা: রবিউল হক,সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম (রবি), ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী,৮ নং সভাপতি শহিদুল ইসলাম সর্দার, ৯ নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য সবুর উদ্দীন এছাড়াও ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির (শিরিন), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর আর্দশের গরীব দু:খি ও নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে তাদের সার্বিক খোঁজ খবর নিতে হবে, এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য উন্নয়নের রুপকার হাজী আলী আজগর টগরের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি আরো বলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল নেতাকর্মীদের এক হয়ে কাজ করতে হবে। সর্বশেষ ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

দর্শনায় মাদকসহ আকন্দবাড়িয়ার মোল্লা হোসেন গ্রেফতার

দর্শনায় মাদকসহ মোল্লা হোসেন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে থানার এসআই রাম প্রসাদ সরকার, এএসআই তুহিন হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়ীয়া আবাসনে।

এসময় আকন্দবাড়ীয়া আবাসন জালাল উদ্দীনের ছেলে ইমরানের মুদি দোকানের সমানে ইটের সলিং রাস্তার উপর হতে ২১ বোতল ফেন্সিডিলসহ মোল্লা হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়ীয়া স্কুলপাড়ার বাসিন্দা ও লালুর এবং হামিদা বেগমের ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদার চারুলিয়ায় কৃষকের ২ বিঘা জমির ধানে বিষ

দামুড়হুদা উপজেলায় আগাছানাশক (বিষ) প্রয়োগে ২ বিঘা জমির ধান পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। নাটুদহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামের আমনঝোলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

চারুলিয়া গ্রামের নাজিম উদ্দিন (৭০) নামের এক কৃষকের ইরি ধানের ২ বিঘা জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দূর্বৃত্তরা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, চারুলিয়া গ্রামের কৃষক নাজিম উদ্দিনের নিজস্ব ২ বিঘা কৃষি জমিতে ইরি ধান রোপণ করে। ইতোমধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া ধানের শীষ বের হচ্ছিলো। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শত্রুতার জেরে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ২ বিঘা জমির ধান পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ কৃষক নাজিম উদ্দিনের।

তিনি জানান, আজ বৃহস্পতিবার সকালে মাঠ থেকে ঘুরে এসে অন্যান্য কৃষকরা আমাকে জানালে মাঠে গিয়ে দেখি জমির সবগুলো ধান আগাছানাশক বিষক্রিয়ায় পুড়ে গেছে। মনে করেছিলাম এবার হয়তো ভাল লাভবান হবো,কিন্তু দূষ্কৃতিকারীরা আগাছা নাশক বিষ ছিটিয়ে ধান পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে আমার প্রায় লক্ষাসধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এবছর আমার পরিবার নিয়ে অর্ধহারে – অনাহারে দিন কাটাতে হবে, বাড়িতে পরিবারের ছেলে মেয়ে সহ কান্নাকাটি করছে।এই ধানই ছিল আমার শেষ সম্বল, আমি এ ঘটনায় সুষ্ঠ তদন্ত করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, আমি ঘটনাটি শুনেছি,ক্ষতিগ্রস্তের পরিবার আমার অফিসে এসেছিল। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার সাধ্য অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন প্রনোদনার মাধ্যমে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করবো।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর দাবিতে গৃহবধূ ইউপি সদস্যরের বাড়িতে

তিন সন্তানের জননীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দেহ ভোগ শেষে লাপাত্তা ইউপি সদস্য শাহিন আলম মকবুল। ঘটনাটি উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের কাটাভাঙা গ্রামে ঘটেছে। এঘটনায় স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে অনশন করে। ইউপি সদস্য কাটাভাঙা গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে ও দুই সন্তানের জনক শাহিন আলম। এছাড়াও অনশনরত প্রাগপুর গ্রামের কহেদ গং এর মেয়ে ও তিন কণ্যা সন্তানের জননী ও কাটাভাঙা গ্রামের লালন হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদ

নির্বাচনে ইউপি সদস্য হিসেবে অংশ নেয় শাহিন আলম। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোট চাওয়ার সুবাদে দুজনের প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে দিনমজুর লালনের স্ত্রীর। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন সময় স্বামীর অনুপস্থিতে দেহ ভোগ করে গৃহবধূর। একপর্যায়ে ওই গৃহবধূর চাপে গোপনে ভুয়া কাবিন নামায় সই করে বিয়ে করে ইউপি সদস্য শাহিন। এরই মধ্যে গৃহবধূ তার স্বামীকে ডিভোর্স দিলে ইউপি সদস্য শাহিন বাড়ি থেকে গা ঢাকা দেয়।

দীর্ঘ ১৫ দিনপর শাহিন বাড়িতে ফিরে আসার খবর শুনে ওই গৃহবধূ স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিও বাড়িতে অনশন শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইউপি সদস্য শাহিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গৃহবধূকে বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান (ইউপি) সদস্য নুর হোসেনের জিম্মায় দেয়।

এঘটনায় ইউপি সদস্য নুর হোসেন বলেন, ওই গৃহবধূ গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী দাবি করে ইউপি সদস্যর বাড়িতে অনশন করে। বিয়ের কাগজপত্র দেখাতে পারিনি। রাতে স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগীতায় মেয়েকে আমার জিম্মায় রেখে দেয়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুব জানান, রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। উৎসুক জনতার নিকট থেকে মেয়েকে উদ্ধার করে স্থানীয় আঠারোখাদা গ্রামের ইউপি সদস্যের নিকট জিম্মায় দেওয়া হয়। মেয়ে সঠিক তথ্য নিয়ে থানায় মামলা করলে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গায় বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূরের সভাপতিত্বে

প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি মজিবর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ সাঈদ, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ, পুলিশ পরির্দশক অপারেশন একরামুল হোসাইন, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লাল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মৎস্য সম্প্রসারন কর্মকর্তা শারমীন আক্তার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ড. মাহবুব আলম, ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন অফিসার মিজানুর রহমান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল হামিদ, সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী হাসিবুজ্জামান, সমবায় কর্মকর্তা মমতা বানু, বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমীন, তথ্য অফিসার স্নিগ্ধা দাস, এরশাদপুর একাডেমির সহকারি প্রধান শিক্ষক মীর কাঞ্জুল আরেফিন, পাইলট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক গৌতম কুমার পাল, পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, ওজোপাডিকোর আবাসিক প্রকৌশলী শাহিনুর রহমান প্রমুখ। সভায় নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে ৮০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-১

জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮০ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ নাসির উদ্দীন

মৃধার নেতৃত্বে এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের নতুন পাড়া গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামের আয়নাল মন্ডলের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী মোঃ জাফর আলীকে (৩৩) ৮০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা হয়েছে।